গবেষণা ফলাফল

সাংবাদিকতা ও নীতি-কাঠামো

প্রবণতা ও সুপারিশ

সমষ্টি

ফেব্রুয়ারি ২০২২

গবেষণা ফলাফল

সাংবাদিকতা ও নীতি-কাঠামো

প্রবণতা ও সুপারিশ

গবেষণা
মীর মাসরুর জামান
রেজাউল হক
মাহমুদ মেনন খান

গবেষণা সহযোগী
ফারিয়া তাসনীম
মিজানুর রহমান
নাফিস ইফতেখার

অনলাইন সংস্করণ প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি, ২০২২

প্রকাশক
সমষ্টি
১/২০ হুমায়ুন রোড, চতুর্থ তলা, ব্লক বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন: +৮৮০-২-৪৪৮২২২২১
ইমেইল: somashte@gmail.com

Sangbadikota o Niti Kathamo : Probonota o Superish (Journalism and Regulatory Framework: Trends and Recommendations), summary findings of a research.
Researchers: Mahmood Menon Khan, Rezaul Haque, Mir Masrur Zaman.
Published in: February 2022
Published by: SoMaSHTe

ভূমিকা

গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে সব সময়ই জনপরিসর, পেশাজীবী মহল ও বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে আলোচনা চলে আসছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বিস্তৃতি ঘটেছে, সেই সঙ্গে সাংবাদিকতা শিক্ষার পরিসর বেড়েছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির বিকাশের ফলে সংবাদসহ গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুর বিতরণ ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

পেশাদার, দায়িত্বশীল, স্বাধীন, ও জনমুখী গণমাধ্যম পরিবেশের জন্য প্রয়োজন একটি সহায়ক নীতি-কাঠামো। এরকম একটি অনুকূল নীতি-কাঠামো যেমন: আইন, বিধিবিধান, প্রবিধান, নীতিমালা, আচরণবিধি ইত্যাদি স্বাধীন সাংবাদিকতাকে সুরক্ষা দেয়। অন্যদিকে, সার্বিক নীতি-কাঠামো ও চর্চার মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিকূল উপাদানের উপস্থিতি স্বাধীন সাংবাদিকতার চর্চাকে সংকুচিত করে। সাংবাদিকতা বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় বিচ্ছিন্নভাবে এসব বিষয় উঠে আসে; নীতি-নির্ধারণী পর্যায়েও অনেক দাবি-দাওয়াকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। তবে পদ্ধতিগতভাবে সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সংস্কারের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপন করা হলে এবং সে অনুযায়ী পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হলে সেটা সাংবাদিকতাকে অনেক বেশি সহায়তা করবে। এসব উপলব্ধি বেসরকারি গণমাধ্যম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমষ্টি সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্ত করে এ গবেষণাটি করেছে।

উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, নমুনায়ন ও সীমাবদ্ধতা

গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষতাসহ সাংবাদিকতার উন্নয়নগত দিক, সাংবাদিকতাকে প্রভাবিত করে এরকম বিভিন্ন উপাদান এবং সাংবাদিকতার নীতি-কাঠামোর প্রবণতাগুলো উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়ন। গবেষণার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ছিল দলীয় আলোচনা, মতামত জরিপ ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ।

ঢাকা ছাড়া অন্যান্য বিভাগীয় শহরে আয়োজিত সাতটি দলীয় আলোচনায় সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবীসহ ১৫৫ অংশ নেন। সাংবাদিকতার পরিস্থিতি, নীতি-কাঠামো, দক্ষতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ তুলে ধরেন। অনলাইন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরিচালিত মতামত জরিপে দেশের সব জেলা থেকে ১৩ জন নারীসহ ৪৬১ জন সাংবাদিক অংশ নেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ২৯৭ জন জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রের রিপোর্টার। বাকি ১৬৪ জন জেলা পর্যায় থেকে প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমে কর্মরত।

উত্তরদাতাদের ৮০% মুদ্রিত সংবাদপত্রে কাজ করছেন। উত্তরদাতাদের ৬৪% নয় বছরের বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। অবশিষ্টরা কম সময় ধরে সাংবাদিকতায় রয়েছেন। সংবাদ বিশ্লেষণের জন্য ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ৩০ জুনের মধ্যে প্রকাশিত এবং অনলাইনে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক সংবাদগুলো নির্বাচন করা হয় এবং সেগুলোকে বিভিন্ন চলকে বিন্যস্ত করে প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থাপন করা হয় এবং এর ওপর তাঁদের মতামত ও পরামর্শ নেওয়া হয়।

গবেষণার বিভিন্ন তথ্য ও সেগুলোর বিশ্লেষণ শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকতার মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। গণমাধ্যম নীতি-কাঠামো একটি বিস্তৃত বিষয়। এজন্য অনেক আইন, নীতিমালা, অধ্যাদেশ, আচরণবিধি রয়েছে। গবেষণায় স্বল্পসংখ্যক নীতি-কাঠামো সম্পর্কে সাধারণ ধারণা জানার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে আইনি বিষয়গুলোর আধেয় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। গণমাধ্যমের নিজস্ব নীতিমালা সাধারণত উন্মুক্ত থাকে না। ফলে এগুলো সম্পর্কে কোনো বিশ্লেষণ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। বিভিন্ন আইনে আনীত মামলা বা অন্যান্য ঘটনার সবগুলো ঘটনা গণমাধ্যমে উঠে আসে না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্যের অপূর্ণতা থেকে যায়, ঘটনার সবগুলো দিক সম্পর্কে তথ্য অনুপস্থিত থাকে। তাই এ গবেষণায় প্রবণতা বিশ্লেষণের দিকগুলো পুরোপুরি প্রতিনিধিত্বমূলক না-ও হতে পারে।

গণমাধ্যম নীতি-কাঠামো

গণমাধ্যম নীতি-কাঠামোর প্রধান দুটি প্রধান ক্ষেত্র হলো– ১. সংবিধিবদ্ধ নীতি-কাঠামো (যেমন- গণমাধ্যম সম্পর্কিত আইন, অধ্যাদেশ, পরিপত্র, নীতিমালা ইত্যাদি), এবং ২. নিজস্ব নীতি-কাঠামো (যেমন- গণমাধ্যমের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আচরণবিধি, সম্পাদকীয় নীতি ইত্যাদি)। গণমাধ্যম নীতি-কাঠামোতে আন্তর্জাতিক সনদ, সাংবিধান প্রদত্ত অধিকার ইত্যাদির প্রতিফলন রয়েছে। আমাদের দেশে অন্তত ২৬টি আইন, নীতিমালা ও বিধিবিধান রয়েছে যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্কিত। পাশাপাশি বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদকীয় নীতি, আচরণবিধি, নীতিমালা, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাও গণমাধ্যম নীতি-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণার ফলাফল

ক. দলীয় আলোচনা

দলীয় আলোচনায় আলোচিত বিষয়গুলোর সার-সংক্ষেপ:

- জেলা বা উপজেলাসহ সার্বিকভাবে সাংবাদিকতা শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত।
- সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার জন্য সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড না থাকা (শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ)।
- জ্ঞান ও দক্ষতাসহ কলাকৌশল, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, দূরদর্শিতার জায়গাগুলো সম্পর্কে ধারণার অপর্যাপ্ততা।
- তথ্যপ্রাপ্তি ও যাচাইয়ের সুযোগ কমে যাওয়া।
- নিয়োগ, বেতনাদি ইত্যাদি বিষয়ে কোনো পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি; বিশেষ করে জেলা পর্যায়ের সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তেমন মনযোগ দেওয়া হয়নি।
- সাংবাদিকদের মধ্যে আদর্শিক বিভক্তি বা অনৈক্য সাংবাদিকতায় অনেক সময় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- নারীদের উপযোগী কর্মপরিবেশ আশানুরূপ নয়।
- সাংবাদিকতা পেশার অপব্যবহার/অপসাংবাদিকতা বেড়ে যাচ্ছে।
- সংবাদ প্রকাশের কারণে হয়রানি, নির্যাতন, হুমকি ইত্যাদির সম্মুখীন হওয়া।
- স্থানীয় চাপ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন মামলার কারণে এক ধরনের ভয়ের পরিবেশের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়, এতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা বেড়ে যায়।
- সাংবাদিকরা সমস্যায় পড়লে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন কম থাকা।
- সাংবাদিকতার নীতি-কাঠামোর ভেতরে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ নিরূপণ ও নিরসনের উদ্যোগ না থাকা।

খ. মতামত জরিপ

মতামত জরিপে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সাংবাদিকদের কাছ থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কিছু সাধারণ ধারণা জানতে চাওয়া হয়। জরিপে আবদ্ধ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে নিম্নোক্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এগুলো হলো– ক. পেশাদারিত্ব: সাংবাদিকতা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা, খ. সাংবাদিকতায় প্রভাব সৃষ্টিকারী সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উপাদান, গ. গণমাধ্যমের নিজস্ব নীতি-কাঠামো (আচরণবিধি, নীতিমালা), এবং ঘ.

সংবিধিবদ্ধ নীতি-কাঠামো (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আইন ও বিধিবিধান)।

জরিপের ফলাফল

ক. পেশাদারিত্ব: সাংবাদিকতা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা

উত্তরদাতা ৪৬১ জন সাংবাদিকের মধ্যে ৯৯% মনে করেন পেশাদার ও স্বাধীন সাংবাদিকতা চর্চার জন্য একজন সংবাদকর্মীর সাংবাদিকতা বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণসহ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ কী রকম রয়েছে এর উত্তরে মোটামুটি বলেছেন ৪৯%, স্বল্প বলেছেন ৩০% এবং পর্যাপ্ত বলেছেন ২০%। এ প্রশ্নের উত্তর দেননি ৮%। অন্যদিকে ৭৫% উত্তরদাতা মনে করছেন, সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বর্তমান উদ্যোগগুলো যথেষ্ট নয়। উত্তরদাতাদের ৯৪% বলেছেন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের উদ্যোগে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে, পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগুলোকে আরো যুগোপযোগী ও বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে।

খ. সাংবাদিকতায় প্রভাব সৃষ্টিকারী সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উপাদান

রাজনৈতিক ব্যক্তি বা সংগঠন স্বাধীন সাংবাদিকতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধা বা চাপ সৃষ্টি করে কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলেছেনে ৮০%, না বলেছেন ১০%। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ স্থানীয় প্রশাসন স্বাধীন সাংবাদিকতার উপর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কোনো চাপ বা বাধা সৃষ্টি করে কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলেছেন ৬১%, না উত্তর দিয়েছেন ২৩%। প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বাধীন সাংবাদিকতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধা সৃষ্টি করে কি-না এর উত্তরে হ্যাঁ বলেছেন ৭৯%, না উত্তর এসেছে ১১%। তিনটি প্রশ্নে উত্তরদানে বাকিরা বিরত ছিলেন।

কীভাবে এসব অযাচিত চাপ থেকে সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের সুরক্ষিত রাখা যেতে পারে এ প্রশ্নের জন্য চারটি বিকল্প উত্তর রাখা হয়। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য আরো জোরদার ভূমিকা নিতে পারে বলেছেন উত্তরদাতাদের ৯৭%, সাংবাদিক সংগঠন একইরকম ভূমিকা নিতে পারে বলেছেন ৯৭%, রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার কথা বলেছেন ৯২%, এবং প্রশাসনিকভাবে সাংবাদিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য বলেছেন ৯৭%।

গ. গণমাধ্যমের নিজস্ব নীতি-কাঠামো (আচরণবিধি, নীতিমালা)

বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর প্রচলিত নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রসারে কেমন ভূমিকা রাখছে? এ প্রশ্নের উত্তরে ৪৬% মনে করেন ভালো ভূমিকা রাখছে, ৩৫% বলেছেন মোটামুটি ভূমিকা রাখছে, ৭% বলেছেন তেমন ভূমিকা রাখছে না। বাকি ১২% এ প্রশ্নের উত্তর দেননি। উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, আপনি যে গণমাধ্যমে কর্মরত রয়েছেন সেটার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-নীতিকে স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য সহায়ক বলে মনে করেন কি? ৪৮% এ প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলেছেন, ২৯% বলেছেন না, ২৩% এ প্রশ্নের উত্তর দেননি। পরবর্তী প্রশ্ন ছিল– আপনার প্রতিষ্ঠানের কোনো লিখিত আচরণবিধি রয়েছে কি-না যেটা আপনি বা আপনারা সাংবাদিকতাচর্চার ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন? এতে হ্যাঁ উত্তর দিয়েছেন ৪৪%, না উত্তর দিয়েছেন ৩৬%। বাকি ২০% এক্ষেত্রে মন্তব্য করেননি।

ঘ. সংবিধিবদ্ধ নীতি-কাঠামো (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আইন এবং বিধিবিধান)

দলীয় আলোচনায় উত্থাপিত নির্বাচিত কয়েকটি আইন সম্পর্কে সাংবাদিকদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। কোন কোন আইন বা বিধি-বিধানকে আপনি সাংবাদিকতার জন্য সহায়ক মনে করেন অথবা সাংবাদিকতার জন্য বাধা হিসেবে বিবেচনা করেন? দেখা যায়, ৬১% উত্তরদাতার মতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সাংবাদিকতার জন্য সহায়ক, এ আইনটি সহায়ক নয় মনে করেন ২২% মনে করেন। ৬৭% উত্তরদাতা মনে করছেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সাংবাদিকতার জন্য সহায়ক নয়, মাত্র ১৫% মনে করেন সহায়ক। অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩ এর ক্ষেত্রে ৫২% উত্তরদাতা মনে করেন এটি সহায়ক আইন নয়, ২৩% মনে করেন সহায়ক। উত্তরদাতারা নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে মতামত দেন। ৭৯% মনে করেন এ আইন সাংবাদিকতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, ১১% উত্তরদাতা তা মনে করেননি। বাকিরা এ নিয়ে মন্তব্য করেননি।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর বিভিন্ন অস্পষ্টতা দূর করে আইনটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? এর জবাবে ৯৪% সাংবাদিক আইনটি সংস্কার অথবা রহিত করার পক্ষে মত দিয়েছেন। এ প্রশ্নের উত্তরে ৬৫% মনে করেন, আইনটিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তথ্য ও মতামত প্রকাশ এবং স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য নেতিবাচক উপাদানগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনমাফিক সংস্কার করা প্রয়োজন, ২৯% সাংবাদিক আইনটি সম্পূর্ণ বাতিল করার পক্ষে মত দিয়েছেন। বাকিরা এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সংস্কার বা রহিত করা যা-ই হোক না কেন তার জন্য কারা (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) উদ্যোগ নেবে? এ প্রশ্নের উত্তরে চারটি বিকল্পের বিপরীতে পাওয়া উত্তর বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮৯% সাংবাদিক সংগঠন, ৮১% সংসদ সদস্য বা আইনপ্রণেতা, ৮৬% সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও ৭৫% নাগরিক সমাজকে এ জন্য উদ্যোগী হতে পারে বলে মনে করেন।

গ. গণমাধ্যম সংবাদের ভিত্তিতে প্রবণতা বিশ্লেষণ

গবেষণায় স্বাধীন সাংবাদিকতাকে প্রভাবিত করে বা সাংবাদিকরা প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন এরকম সংবাদ প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ হিসাবের মধ্যে একই সময়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলাগুলোর তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের তথ্য পরবর্তীতে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঘটনার সংখ্যা ও স্থান

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণার সময়সীমার মধ্যে ৪৪টি ঘটনায় ৬৭ জন সাংবাদিক আক্রমণ, মামলা, হয়রানি, হুমকি, নাজেহাল ইত্যাদির শিকার হয়েছেন। মোট ২৭টি জেলার পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন ও ৩১টি উপজেলায় এসব ঘটনা সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে মধ্যে ঢাকায় সাতটি এবং ঢাকার বাইরে ৩৭টি। ঢাকা বিভাগে ১৩টি, চট্টগ্রামে ১২টি, খুলনা ও বরিশালে চারটি করে, রাজশাহী ও রংপুরে পাঁচটি এবং সিলেট বিভাগের একটি ঘটনার খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ঢাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের চেয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিকরা বিভিন্ন ঘটনায় বেশি ভুক্তভোগী হয়েছেন। এ সময়ে ঢাকার আটজন, জেলা সদরের ৩২ জন ও উপজেলা পর্যায়ের ২৭ জন সাংবাদিক বিভিন্ন ঘটনায় ভুক্তভোগী হন।

ঘটনার ধরন

ঘটনাগুলোর মধ্যে শারীরিক আক্রমণ ও নির্যাতন ৪৩%, মামলা ৩৬% (ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ব্যতীত), হুমকি ১৪% ও হয়রানির ৫%। একটি ঘটনায় সংবাদ সংগ্রহের সময় একজন সাংবাদিক নিহত হন (২%)।

ঘটনার কারণ

বিশ্লেষণে দেখা যায়, পেশাগত কারণে সাংবাদিকরা বেশি সমস্যায় পড়েছেন। ৪১% ঘটনায় সংবাদ প্রকাশের কারণে সাংবাদিকরা বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন।

২৫% ঘটনায় তথ্য, ছবি তোলা বা ভিডিও ধারণের সময় সাংবাদিকরা বাধা বা আক্রমণের শিকার হন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্য ৫% ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা সমস্যায় পড়েছেন। ৭% ঘটনায় সাংবাদিকরা হয়রানিমূলক বা মিথ্যা অভিযোগের শিকার হয়েছেন। প্রকাশিত সংবাদ থেকে দুটি ঘটনার কারণ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি।

কারা দায়ী?

ঘটনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ৩০ শতাংশের ক্ষেত্রে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা যুক্ত ছিলেন। ২৫% ঘটনায় অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষ, যেমন, শিক্ষক, ঠিকাদার, প্রভাবশালী ইত্যাদির সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। ১১% ঘটনায় সরকারি কর্মকর্তা, ১১% ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ৭% ঘটনায় আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা যুক্ত ছিলেন। প্রকাশিত সংবাদ থেকে ১১টি ঘটনায় (১৬%) সংশ্লিষ্টদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ ও প্রবণতা

সাংবাদিকতা, তথ্য ও মতামত প্রকাশকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কীভাবে প্রভাবিত করছে তা দেখার জন্য এ আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সংবাদপত্র ও অনলাইন পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে অন্তত ২৫০টি মামলার সংবাদ সংগ্রহ করা হয়।

কোথায় কত মামলা?

সবচেয়ে বেশি মামলা হয় ঢাকা বিভাগে, ৮২টি। চট্টগ্রামে ৫২, খুলনায় ২৮, সিলেট ২৫, বরিশাল ২০ এবং রাজশাহী ১৫টি মামলা হয়। সবচেয়ে কম মামলা হয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে, ১১টি।

৫৭টি জেলার ১৩২টি সিটি কর্পোরেশন বা উপজেলায় এসব মামলা হয়। সাতটি জেলায় এ সময়ে কোনো মামলা হয়নি। জেলা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি মামলা হয় ঢাকায়, ৫০টি। এছাড়া সিলেটে ১৩টি, চট্টগ্রামে ১২, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১১টি মামলা দায়ের হয়। বাকি জেলাগুলোতে মামলার সংখ্যা ১০টির কম। মামলাগুলোর ৯১% থানায় দায়ের হয়েছে, ৯% দায়ের হয় আদালতে।

কোন ধরনের মামলা বেশি হচ্ছে?

সংবাদ প্রতিবেদন থেকে ২৫০টি মামলার মধ্যে দেখা যায়, ১৮% মামলায় সাইবার অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। বাকি ৮২% মামলায় অনলাইন মাধ্যম বা সংবাদপত্রে তথ্য বা মতামত প্রকাশের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা

হয়েছে। সাইবার অপরাধের মামলায় অভিযোগের মধ্যে রয়েছে– কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, ইত্যাদিতে বে-আইনি প্রবেশ (ধারা ১৮), কম্পিউটার সোর্স কোড পরিবর্তন (ধারা ২০), ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক জালিয়াতি (ধারা ২২), ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক প্রতারণা (ধারা ২৩), পরিচয় প্রতারণা ও ছদ্মবেশ ধারণ (ধারা ২৪) আইনানুগ কর্তৃত্ব বহির্ভূত ই-ট্রানজেকশন (ধারা ৩০), হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধ (ধারা ৩৪) ইত্যাদি। তবে কিছু মামলায় সাইবার অপরাধের সঙ্গে প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধের ধারায়ও অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ধরনের ৪৬টি মামলার ১৮টির অভিযোগ সুনির্দিষ্ট করা যায়নি।

তথ্য ও মতামত প্রকাশ সংক্রান্ত মামলাগুলোতে এক বা একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ১৫৬টি মামলার আনীত অভিযোগের ধারা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এতে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আনা হয়েছে ২৫ ধারায় (৪৮%)। পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে ২৮ ও ২৯ ধারা (যথাক্রমে ১৭.৩১% ও ১২.১৮%)।

সংবাদ প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় ২৩৫ মামলায় একাধিক অভিযোগ আনা হলেও ১৫১টি মামলার দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়নি। বাকি ৯৯টি মামলায় ২৯ ধারায় ৪৫% ও ৩১ ধারায় ১৮% অভিযোগ আনা হয়।

কারা মামলা করেছেন?

বাদীদের পেশা সম্পর্কে ৫৪টি মামলায় সুনির্দিষ্ট তথ্য ছিল না। বাকি ১৯৬টি মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনীতিক বা রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনের নেতারা ৪৬% মামলা করেছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ২৩% মামলার বাদী হয়েছেন। অন্যান্য বাদী ছিলেন বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন, সাংবাদিক, আইনজীবী, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী, বেসরকারি চাকরিজীবী, ধর্মীয় নেতা, মুক্তিযোদ্ধা ও বিচারক।

কারা আসামি হচ্ছেন?

একই মামলায় একাধিক আসামি ছিল। মামলাগুলোতে ২০ জন নারীসহ অন্তত ৫৫৪ জনকে আসামি করা হয়। এছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানকেও মামলায় বিবাদী করা হয়। ১৫৩টি মামলায় প্রধান আসামিসহ একাধিক আসামিকে মামলার পরপরই গ্রেপ্তার করা হয়। মামলাগুলোর মধ্যে ৯২টির ক্ষেত্রে প্রধান আসামির পেশা সম্পর্কে তথ্য ছিল না। বাকি ১৫৮টির মামলার প্রধান আসামিদের মধ্যে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি ৩৬%, সাংবাদিক ২৯%, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক ১৪%। বাকিরা ছিলেন বেসরকারি চাকুরে, ধর্মীয় নেতা, ব্যবসায়ী, শিল্পী, আইনজীবী, সরকারি

কর্মচারী।

সাংবাদিকদের বিবাদী করে আনীত মামলার বিশ্লেষণ

সাংবাদিকরা অভিযুক্ত হয়েছেন এরকম ৪৬টি মামলার মধ্যে ১৯টির অভিযোগ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ থেকে তথ্য পাওয়া যায়নি। বাকি ২৭টির মধ্যে দেখা যায়, ২৫ ধারায় সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আনা হয়েছে (৭৪.০৭%)। পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে ২৯ ধারা (১৪.৮১%)। এছাড়া ১৮, ২৪ ও ৩১ ধারায়ও অভিযোগ আনা হয়েছে।

৪৬টি মামলার মধ্যে ৪৩টি মামলায় একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। সংবাদ প্রতিবেদন থেকে ২৫টি মামলায় আনীত দ্বিতীয় অভিযোগের ধারা সুনির্দিষ্ট করা যায়নি। বাকি ১৮টি মামলায় সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আনা হয়েছে ২৯ ধারায়। পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে ধারা ২৬।

এছাড়া ৪১টি মামলায় তৃতীয় অভিযোগ আনা হয়। ২৭টির ধারা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। সর্বোচ্চ নয়টি অভিযোগ আনা হয় ৩১ ধারায়।

সুপারিশ

- জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সরকারি প্রশিক্ষণব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ, পাশাপাশি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কিছু দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ।
- অনলাইন থেকে স্বীয় উদ্যোগে সাংবাদিকদের শেখার চেষ্টা করা প্রয়োজন।
- সংবেদনশীল বিষয়ে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে পরামর্শ করা।
- সংবাদ প্রকাশ নিয়ে সমস্যায় পড়লে সাংবাদিকদের জন্য গণমাধ্যম প্রাতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা।
- সম্মানজনক বেতনসহ অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে ওয়েজ বোর্ড ও অন্যান্য বিধান নিশ্চিত করা; জেলা পর্যায়ের সংবাদমাধ্যমের জন্য যৌক্তিক বেতন কাঠামো নিয়ে আরো কাজ করা।
- নারীদের উপযোগী কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে আরো কাজ করা।
- সাংবাদিকদের তালিকা প্রণয়ন; পেশার অপব্যবহার রোধে সাংবাদিক সংগঠনসহ অন্যদের উদ্যোগ থাকা।

- নিজেদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বাড়ানো, সম্পর্কিত পক্ষগুলো যেমন- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন ইত্যাদির সঙ্গে সংলাপ আয়োজন।
- প্রত্যেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আচরণবিধি থাকা নিশ্চিত করা। সাংবাদিকরা যাতে এগুলোর প্রতিপালন করেন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো তা নিশ্চিত করবে।
- আইনি কাঠামোগুলোর নির্মোহ বিশ্লেষণ ও সংস্কার জরুরি। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধে আইনটি সংশোধন করা। অবশ্য সরকারের তরফ থেকে এ নিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে, সাংবাদিকদের বিপক্ষে এ আইনের মামলা হলে যেগুলো যাচাই করে ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন আইনমন্ত্রী।
- সাংবাদিক সংগঠনের আরো জোরালো পদক্ষেপ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি।
- সংবাদ প্রকাশের ফলে সংক্ষুব্ধরা যাতে সরাসরি মামলা না করে প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দেন সে বিষয়ে উৎসাহিত করা।

সারণি

মতামত জরিপ

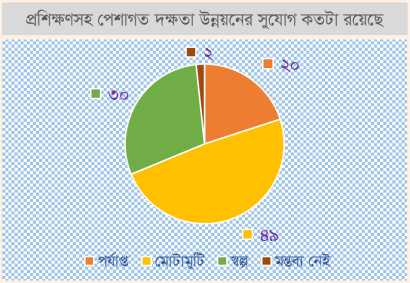
প্রশিক্ষণসহ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ কতটা রয়েছে
২
২০
৩০
৪৯
পর্যাপ্ত
মোটামুটি
স্বল্প
মন্তব্য নেই

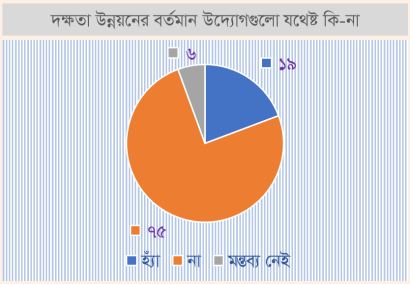
দক্ষতা উন্নয়নের বর্তমান উদ্যোগগুলো যথেষ্ট কি-না
৬
১৯
৭৫
হ্যাঁ
না
মন্তব্য নেই

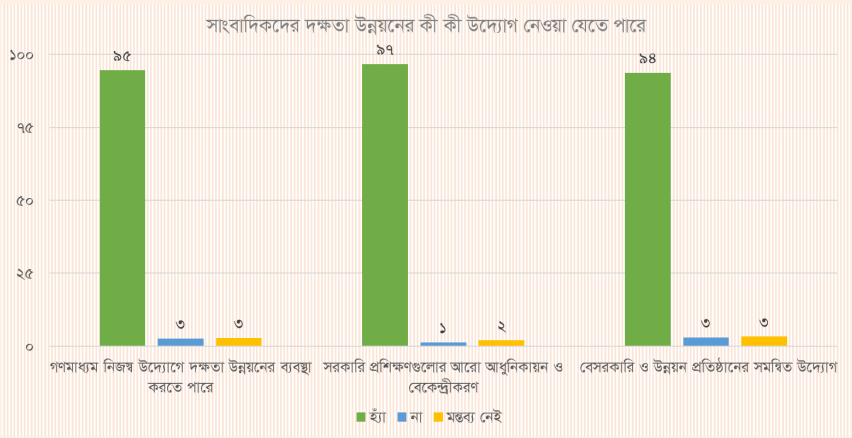
সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের কী কী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে
১০০
৭৫
৫০
২৫
০
৯৫
৩
৩
৯৭
১
২
৯৪
৩
৩
গণমাধ্যম নিজস্ব উদ্যোগে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে পারে
সরকারি প্রশিক্ষণগুলোর আরো আধুনিকায়ন ও বেকেন্দ্রীকরণ
বেসরকারি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ
হ্যাঁ
না
মন্তব্য নেই

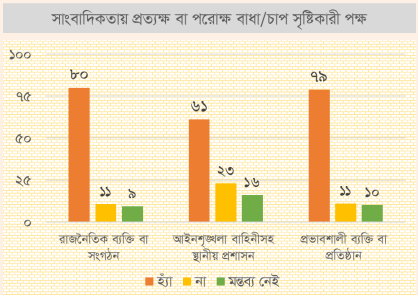
সাংবাদিকতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধা/চাপ সৃষ্টিকারী পক্ষ
১০০
৭৫
৫০
২৫
০
৮০
১১
৯
৬১
২৩
১৬
৭৯
১১
১০
রাজনৈতিক ব্যক্তি বা সংগঠন
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ স্থানীয় প্রশাসন
প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান
হ্যাঁ
না
মন্তব্য নেই

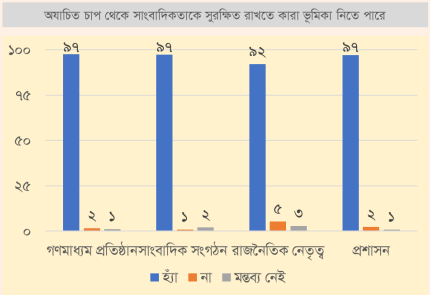
অযাচিত চাপ থেকে সাংবাদিকতাকে সুরক্ষিত রাখতে কারা ভূমিকা নিতে পারে
১০০
৭৫
৫০
২৫
০
৯৭
২
১
৯৭
১
২
৯২
৫
৩
৯৭
২
১
গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান
সাংবাদিক সংগঠন
রাজনৈতিক নেতৃত্ব
প্রশাসন
হ্যাঁ
না
মন্তব্য নেই

মতামত জরিপ

গণমাধ্যমের প্রচলিত নীতি-কাঠামো সাংবাদিকতার প্রসারে কেমন ভূমিকা রাখছে

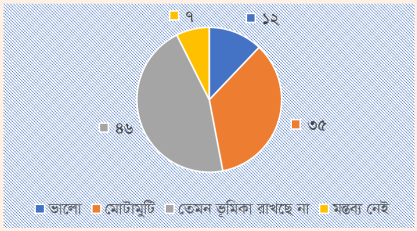

নিজের প্রতিষ্ঠানের লিখিত আচরণবিধি রয়েছে কি-না

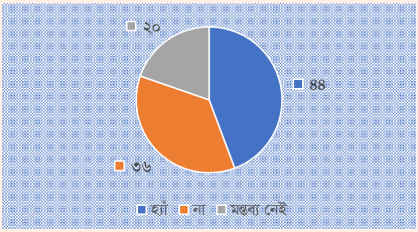

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সাংবাদিকতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে কি-না

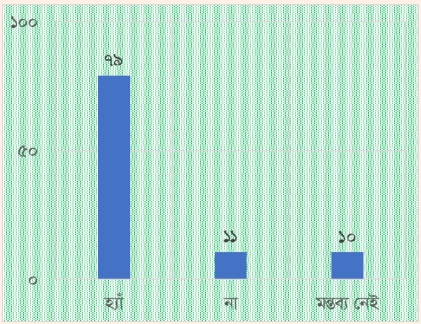

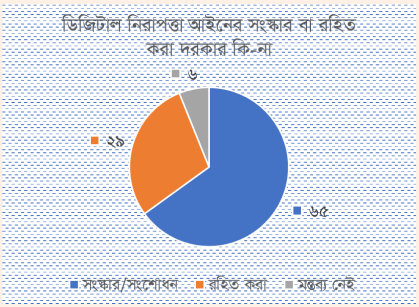

মামলার বাদী (১৯৬)

রাজনৈতিক ব্যক্তি	৪৬
আইনশৃঙ্খলা বাহিনী	২৩
সাংবাদিক	৫
আইনজীবী	৫
সরকারি কর্মকর্তা	৪
শিক্ষক	৪
শিল্পী	৪
ব্যবসায়ী	৩
শিক্ষার্থী	২
বেসরকারি চাকরি	২
ধর্মীয় নেতা	১
মুক্তিযোদ্ধা	১
বিচারক	১

মামলার বিবাদী (১৫৮)

রাজনৈতিক ব্যক্তি	৩৬
সাংবাদিক	২৯
শিক্ষার্থী	৭
শিক্ষক	৭
বেসরকারি চাকরি	৪
ধর্মীয় নেতা	৪
ব্যবসায়ী	৪
শিল্পী	৪
আইনজীবী	৩
কার্টুনিস্ট	১
সরকারি কর্মকর্তা	১
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য	১

যেসব ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে

	প্রথম অভিযোগ (১৫৬)
ধারা ২৫	৪৮
ধারা ২৮	১৭
ধারা ২৯	১২
ধারা ২৩	৬
ধারা ২৪	৪
ধারা ২১	৪
ধারা ২২	২
ধারা ৩৪	২
ধারা ২৬	১
ধারা ১৮	১
ধারা ২০	১
ধারা ৩০	১
ধারা ৩১	১

	দ্বিতীয় অভিযোগ (৮৪)
ধারা ২৯	৪৫
ধারা ৩১	১৮
ধারা ২৮	১০
ধারা ২৫	৮
ধারা ২৪	৫
ধারা ২৬	৫
ধারা ২৩	৪
ধারা ২৭	২
ধারা ২২	১
ধারা ৩০	১
ধারা ৩৪	১

যেসব ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে

	প্রথম অভিযোগ (১৫৬)
ধারা ২৫	৪৮
ধারা ২৮	১৭
ধারা ২৯	১২
ধারা ২৩	৬
ধারা ২৪	৪
ধারা ২১	৪
ধারা ২২	২
ধারা ৩৪	২
ধারা ২৬	১
ধারা ১৮	১
ধারা ২০	১
ধারা ৩০	১
ধারা ৩১	১

	দ্বিতীয় অভিযোগ (৮৪)
ধারা ২৯	৪৫
ধারা ৩১	১৮
ধারা ২৮	১০
ধারা ২৫	৮
ধারা ২৪	৫
ধারা ২৬	৫
ধারা ২৩	৪
ধারা ২৭	২
ধারা ২২	১
ধারা ৩০	১
ধারা ৩৪	১

www.somashte.org